নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

শতভাগ ফেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিলের উদ্যোগ

এবার পাসের হার শূন্য ১০৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

প্রকাশ | ০৯ মে ২০১৮, ০০:০০

এম এইচ রবিন

সদ্য প্রকাশিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে স্ব স্ব বোর্ড। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদান, নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি এবং এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) সুবিধা বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ বছর সারাদেশে ১০৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করতে পারেনি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৯৩টি। সে হিসাবে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ১৬টি। এ প্রসঙ্গে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি মু. জিয়াউল হক গতকাল আমাদের সময়কে জানান, ঢাকা বোর্ডের অধীনে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেনি। এগুলো হচ্ছে গাজীপুর কাপাসিয়ার ড. এ রহমান গালস হাই স্কুল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মাত্র ৪ জন। সবাই ফেল করেছে। ফরিদপুর মধুখালির গয়েসপুর বকশিপুর হাই স্কুল থেকে ১৩ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই ফেল করেছে। জামালপুর সরিষাবাড়ীর গুইচা আনা এসইএসডিপি হাই স্কুল থেকে ৫ জনের সবাই ফেল। এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত নয় বলে জানান চেয়ারম্যান। এবারের ফলে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় হয়েছে মাদ্রাসা বোর্ডে। এই বোর্ডের ৯৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষার্থী এবার ফেল করেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম ছায়েফউল্লাহ জানান, তার বোর্ডে এবার গণিতে পাসের হার গতবারের চেয়ে ১৭ দশমিক ৭০ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। এ ছাড়া পৌরনীতিতে ২২ দশমিক ৩০ শতাংশ পয়েন্ট এবং কম্পিউটার শিক্ষায় ১৩ দশমিক ৫১ শতাংশ পয়েন্ট পাসের হার কমায় মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার কমেছে। এই বোর্ডের অধীন ৬৯ মাদ্রাসা থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। এর মধ্যে ১৯ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত বলে জানা গেছে। অন্যগুলোরও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি, তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছেÑ জানতে চাইলে একেএম ছায়েফউল্লাহ বলেন, পাঠদান বাতিল হতে পারে। নতুন ভর্তি বন্ধ রাখা যেতে পারে। এমনকি কাক্সিক্ষতসংখ্যক শিক্ষার্থী নেই এবং ফল আশাব্যঞ্জক নয় তাদের এমপিও সুবিধাও বাতিল হতে পারে।

দাখিল স্তরের একটি মাদ্রাসায় অন্তত ১৪ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ সুবিধা পাওয়ার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ৭৫ শতাংশ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৫০ শতাংশ পাস করা বাধ্যতামূলক বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, দিনাজপুর বোর্ডে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেনি। ঢাকা ও বরিশাল বোর্ডে তিনটি করে এবং রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য। এসব প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব বোর্ড ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গেছে। তবে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং কারিগরি বোর্ডে।

বোর্ডগুলোর তথ্যানুযায়ী, এ বছর সারাদেশে ২৮ হাজার ৫৫৮ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৫৭৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।